১. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

২. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং আদালত অবমাননার বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগাঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরম্নল হক এ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২০৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৫৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪৯ জন।

৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
(২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
(৩) রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।
(৪) সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
(৫) নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
(৬) অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
(৭) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
(৮) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
(৯) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

৪. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

৪.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ , পদ সৃজন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ঃ

১. ঢাকা ও চট্টগ্রা-ম ০২টি সন্ত্রাস বি-রাধী বি-শষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ১২টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণাল-য়র সম্মতি গ্রহ-ণর পর সদয় অনু-মাদ-নর জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

২. চট্টগ্রাম প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারসহ ০৬টি পদ সৃজ-নর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের পর সদয় অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৩. ৪১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ২৪৬টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পর -বতন স্কেল যাচাই-য়র জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণাল-য় -প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৪. ৩৪৬টি মে-ট্রাপলিটন ম্যাজি-স্ট্রট, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট ও জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট কোর্ট সৃজন এবং ১১৫২টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারি-খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে -প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৫. চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সি-লট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সহ ০৭টি বিভা-গ ০৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং ৭০ টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারি-খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে -প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৬. সারা-দ-শ ২১৪টি সহকারী জজ আদালত সৃজন এবং ১৯২৬ টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ০৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারি-খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে -প্ররণ করা হ-য়-ছ।

৭. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ০২টি গাড়ীচালকের পদ সৃজন এবং ০১টি মাইক্রোবাস ও ০১টি মিনিবাস টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণের পর সদয় অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮. প্র-ত্যক জেলা জজ আদালত ও মহানগর দায়রা জজ আদাল-ত ০১টি ক-র কো-অর্ডি-নটর, প্রোগ্রামার ও অফিস সহায়-কর পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ০৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারি-খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল-য় প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৯. বিভিন্ন জেলা জজ আদালত/ট্রাইব্যুনাল এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজি-স্ট্রট আদালত/চীফ মে-ট্রাপলিটন ম্যাজি-স্ট্রট আদাল-ত ১৩ জন কর্মচারীকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা প-দ প-দান্নতি প্রদান করা হ-য়-ছ।

১০. সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় ০৫ জন জনবলসহ ১৫/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে ০১টি যুগ্ম জেলা জজ আদালত সৃজন করা হ-য়-ছ।

১১. ০৩/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারি-খ বাংলা-দশ সুপ্রীম-কার্ট, হাই-কার্ট বিভা-গর ০২ জন বিচারক-ক নিয়মিতকরণ (স্থায়ী) করা হ-য়-ছ।

১২. ০৭/০২/২০১৬খ্রিঃ তারি-খ বাংলা-দশ সুপ্রীম-কার্ট, আপীল বিভা-গ ০৩ জন বিচারক নি-য়াগ প্রদান করা হ-য়-ছ।

১৩. The Supreme Court Judges (Remuneration & Privileges) (Amendment) Act, 2016 মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

১৪. Court Fees (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ স-নর ১৪ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

১৫. Civil Courts (Amendment) Act, 2016 (২০১৬ স-নর ১৩ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

১৬. Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2016 প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪.২ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণঃ-

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকার ৫০ জন অতিরিক্ত জেলা জজ-কে জেলা ও দায়রা জজ পদে, ৮৫জন যুগ্ম জেলা জজ-কে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে, ২৩২ জন সিনিয়র সহকারী জজ-কে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৮ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ৫২ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সহকারী জজ পদে নিয়োগের নিমিত্ত ১০০ জন প্রার্থীর প্রাক-পরিচয় (পুলিশ ভেরিফিকেশন) যাচাই এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা জজ ও সমপর্যায়, অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে হতে ২০০ (দুইশত) এর অধিক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (বিএমএ) কর্তৃক আয়োজিত বিসিএস অফিসার্স ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৮ জন, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৯৪ জন এবং ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ল্যান্ড সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান ২৮৮ জন, মাতৃকালীন ছুটি মঞ্জুর ৩০ জন, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর ১৯৪ জন, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করার অনুমতি প্রদান ৪৮ জন, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরের বিজ্ঞপ্তি জারী ২২১ জন, বিভিন্ন সেমিনারে/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানের অনুমতি ২৫ জন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল/অতিঃ অ্যাটর্নি জেনারেল/সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলদের বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান ৫৫ জন।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২০১ জন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/বিদ্যুৎ আদালতে কর্মরত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দায়িত্ব পালন করায় ০১ মাসের অবকাশ ছুটি অথবা অবকাশ ছুটির পরিবর্তে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান ভাতা মঞ্জুর ৩২১ জন, সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ/বদলীর বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে ২০৩ জন, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ১ম শ্রেণীর ক্ষমতা অর্পণ ১৯৯ জন।

৪.৩ বাজেট ও উন্নয়নঃ

এ অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এছাড়া বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক (১ জুলাই-১৫ জুন ২০১৬খ্রিঃ) সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
১.	অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১০.০০ কোটি (দশ কোটি) দেশের বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসভবন এবং জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের বিভিন্ন মেরামত ও সংস্কার এবং নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে এজলাস সংকট নিরসনে টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলায় বিচারদের জন্য অস্থায়ী টিনসেড ভবন নির্মাণ এবং শেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য অস্থায়ী সেমিপাকা (এজলাসসহ খাসকামরা) ভবন নির্মাণ উল্লেখ যোগ্য।		
২.	পদ সৃজন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ)। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩৫টি পদ	০৮ টি পদ সৃষ্টিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে; ২৭টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।	
৩.	পদ স্থায়ী করণ (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ) বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৫৪টি পদ	স্থায়ী করণ করা হয়েছে।	
৪.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ০৯টি পদ স্থায়ীকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে স্থায়ী করা হয়েছে।	
৫.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পদ স্থায়ীকরণ (৫৫টি)	৫৫টি পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।	
৬.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পদের মেয়াদ বৃদ্ধি-৭২টি পদ	৭২টি পদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৭.	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ক্রয়	মাইক্রোবাস ক্রয়-০৮ টি সিডান কার-০৫টি	
৮.	জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ রায় বাস্তবায়ন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট , হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা	২টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	৫টি রীট মামলার রায় বাস্তবায়নাধীন

	সংক্রান্ত)-৭টি		রয়েছে।
৯.	অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ ঃ ০৩ টি	০৩ টি নিস্পত্তি হয়েছে।	
১০.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দৈনিক ভাতার হার বৃদ্ধি (২০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা), উক্ত ইনস্টিটিউটের রিসোর্স পার্সন হিসেবে আগত বক্তাগণের সম্মানী বৃদ্ধি ও পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের সম্মানী বৃদ্ধি সংক্রান্ত।	দৈনিক ভাতার হার বৃদ্ধি (২০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা) বৃদ্ধি করা হয়েছে। রিসোর্স পার্সন হিসেবে আগত বক্তাগণের সম্মনী বৃদ্ধি ও পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের সম্মানী বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১১.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পরীক্ষাসমূহের সম্মানী/পারিশ্রমিক হার পুনঃনির্ধারণ।	অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষাসমূহের সম্মানী/পারিশ্রমিক হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।	

৪.৪ বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধনঃ

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ও "গ" শ্রেণীর পৌরসভা এলাকায় একজন করে "খ" শ্রেণীর পৌরসভায় ৩টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে "ক" শ্রেণীর পৌরসভায় ২টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় একজন করে মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার এবং হিন্দু বিবাহ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৩ মোতাবেক দেশের প্রতিটি উপজেলা এলাকায় একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এক বা একাধিক ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর আলোকে ৬৪ টি জেলায় পূর্বনিযুক্ত নিকাহ রেজিষ্ট্রার এর মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে অধিক্ষেত্রসমূহে এবং নতুন অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৭ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং নিকাহ রেজিস্ট্রারের শূন্যপদে প্যানেল প্রেরণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ১০৫টি ।

৫.৫ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বহু যুগের প্রচলিত প্রথার সংস্কার সাধিত হয়ে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান এবং হিন্দু নাগরিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এটি আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর আলোকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২১ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী-কে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।

৪.৬ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় সারা দেশে জনস্বার্থে ২০ জন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। আলোচ্য সময়ে ৬৮ জন নিকাহ রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় কারণ দর্শাণোর নোটিশ জারী করা হয় এবং নিকাহ রেজিষ্ট্রারের অধিক্ষেত্র সৃজন সম্পর্কে সাব-রেজিস্ট্রার-কে তদন্তের জন্য নির্দেশ প্রদান ৩৬টি। অভিযোগ ও তদন্তের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্টার-কে নির্দেশ প্রদান ৯৪টি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩১ জন নিকাহ রেজিস্টারকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

৪.৭ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলীঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যমত প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন। Rules of Busssiness, ১৯৯৬ এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	মতামত প্রদানে সংখ্যা
		২০১৫-২০১৬ সাল
১	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	৪ টি
২	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮ টি
৩	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৬ টি
৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৯ টি
৫	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৯ টি
৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৪ টি
৭	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৩০ টি
৮	অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২ টি
৯	নিবন্ধন পরিদপ্তর, আইন ও বিচার বিভাগ-	২ টি
১০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৪ টি
১১	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১ টি
১২	শিল্প মন্ত্রণালয়	৫ টি
১৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৫ টি
১৪	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৮ টি
১৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০টি
১৬	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২ টি
১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়	১০ টি
১৮	পরিকল্পনা কমিশন	৬ টি
১৯	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫ টি
২০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৬ টি
২১	ভূমি মন্ত্রণালয়	৪ টি
২২	স্হানীয় সরকার বিভাগ	১৫ টি
২৩	মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়	০১ টি
২৪	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	০২টি
২৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৫টি
২৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১টি
২৭	শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়	০১টি
২৮	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০২টি
২৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০২টি
৩০	স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৪টি
৩১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০২টি

৩২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৭টি
৩৩	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৩টি
৩৪	পানি সম্পদ বিভাগ	০২টি
৩৫	বিদেশী বিভিন্ন দূতাবাস	০২টি
৩৬	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০২টি
৩৭	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০৪টি
৩৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০১টি
৩৯	মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১টি
৪০	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৩টি
৪১	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়	০৩টি
৪২	পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০১টি
৪৩	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১টি
৪৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	০১টি
৪৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১টি
	সর্বমোট নথি প্রাপ্তির সংখ্যা-	২৪৭ টি
	(-) অনিষ্পন্ন নথির সংখ্যা-	- ৬ টি
	সর্বমোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা-	২৪১ টি

৪.৮ নোটারী পাবলিক নিয়োগঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (মতামত-৪) নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন।

নোটারী সত্যায়ন সংক্রান্ত কাগজপত্র সর্বমোট মোট ৬৮০০২ পৃষ্ঠার ১২৪৩২ সেট।

৪.৯. আইসিটি সেলের কার্যাবলীঃ-

বিচার প্রশাসন ডিজিটাইজেশন ও আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস স্থাপন

বিচার প্রশাসনের যাবতায় জরম্নরী, প্রত্যক্ষ ও অ্যাডভোকেসি সেবাসমূহকে আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রম্নততম সময়ে প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্ভারে উপযুক্ত অফলাইন প্রশাসনিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ও অনলাইন তথ্য সেবার অ্যাপিস্নকেশন হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০১৫-১৬ সনের কার্যাবলী নিম্নে উলেস্নখ করা হলঃ

কার্য পরিধি	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলী											
জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতিবেদন **(Judicial MIS Report)**	আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৫-১৬ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ঃ											
	সাধারণ	জুলাই '১৫	আগস্ট '১৫	সেপ্টেম্বর '১৫	অক্টোবর '১৫	নভেম্বর '১৫	ডিসেম্বর '১৫	জানুয়ারী '১৬	ফেব্রুয়ারী '১৬	মার্চ '১৬	এপ্রিল '১৬	মে '১৬	জুন '১৬
		৩৩	৯৫	৭৯	৭৫	১৬৭	৮৪	৫৫	৭৫	৬১	৮৬	৯৭	১২০

	জুলাই '১৫	আগষ্ট '১৫	সেপ্টেম্বর '১৫	অক্টোবর '১৫	নভেম্বর '১৫	ডিসেম্বর '১৫	জানুয়ারী '১৬	ফেব্রুয়ারী '১৬	মার্চ '১৬	এপ্রিল '১৬	মে '১৬	জুন '১৬
বাজেট ও উন্নয়ন	২২	১১১	১৬০	১১৪	১৯৮	১১০	১২৫	১৮৬	১৭২	১৬১	২৫২	২২৭

এমআইএস চার্ট
(MIS Chart)

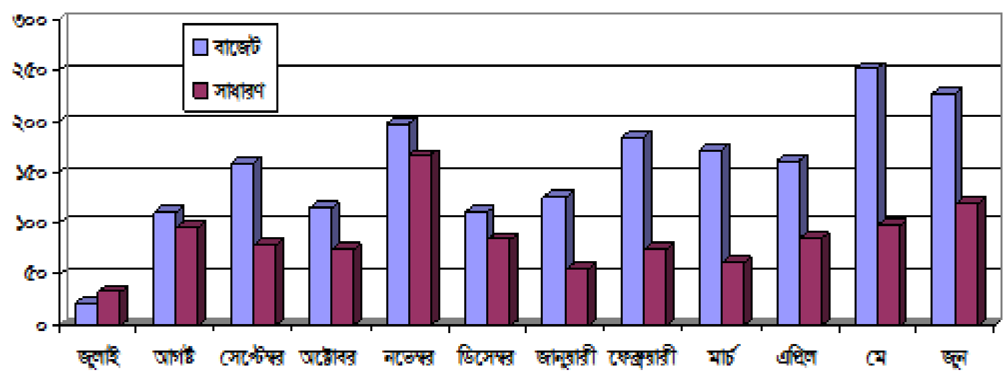

ইনোভেশন টিম ও ফোকাল পয়েন্ট **(Innovation Team & Focal Point)**	২০১৫-২০১৬	আইসিটি সেল দপ্তরের প্রোগ্রামার কে ইনোভেশন টিম এবং ইনোভেশন কমিটি এর সদস্য এবং আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ইনোভেশন ও আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সম্প্রারণ, ই-কোর্ট অফিস অ্যাপি-কেশন চালুকরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরীর কাজ চলমান আছে।
আইসিটি নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র (ICT Policy, Plan & Strategy)	২০১৫-২০১৬	বিগত বছরের সামগ্রিক কর্মসূচী পর্যালোচনা করে সল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নীতিমালা ও কৌশলপত্র নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।
আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ (ICT Equipment Collection)	২০১৫-১৬	আইসিটি সেল দপ্তরে JSF প্রকল্পের নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি হস্তান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়ঃ সরঞ্জাম তালিকা (JSF প্রকল্প কর্তৃক হস্তান্তর) ১. ডেস্কটপ কম্পিউটার — ০১ টি ২. মনিটর — ০১ টি ৩. ইউপিএস — ০২ টি ৪. প্রিন্টার — ০২ টি ৫. স্ক্যানার — ০১ টি ৬. ডিজিটাল সেন্ডার — ০১ টি ৭. প্রজেক্টর — ০১ টি

৪.১০ আইন ও বিচার বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের ২০১৫-২০১৬ অথ বছরের অর্জিত সাফল্য সক্রান্ত্ম কাযাবলিঃ-

নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক হবার পর বিচারপ্রার্থী জনগনকে দ্রম্নত বিচারীক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যথা অবকাঠামোগত উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, জাস্টিস সেক্টরে দ্রম্নত বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত্ম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, জাষ্টিস রিফর্ম এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে কারিগরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অচ্ছল বিচারপ্রার্থীগণকে আইনি সহায়তা প্রদান অন্যতম।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৮৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি জেলায় ১০/৮ তলা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ০৭টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে জামালপুর ও জয়পুরহাট এ দুটি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী জুন, ২০১৮ এর মধ্যে ৪২টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যেমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে ২৮টি জেলায় আনুষংগ্রিক সুবিধাদিসহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭ টি জেলায় জেলা জজ আদালত ভবনে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অধিকাংশ জেলায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে এসকল সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

অচ্ছল দারিদ্র যাতে দ্রম্নত ও বিনা খরচে আইনী সেবা পেতে পারে তার জন্য ‘‘সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রকল্প’’ এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জাতীয় হেলপ্ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ হেলপ্ লাইন ব্যবহার করে টোল ফ্রি কলের মাধ্যমে জনগন বিনা খরচে আইনী পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

৪.১১ সলিসিটর অনুবিভাগঃ

এই অনুবিভাগের অধীনে থাকা ৬টি শাখার কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

রীট শাখা-১ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দায়েরকৃত রীট মামলার মোট সংখ্যা ১৪০৩৫, পনরম্নজ্জীবিত মামলার সংখ্যা ৭৫ এবং নিষ্পত্তিকত মোট মামলার সংখ্যা ১১৯৯৪। উলেস্নখ্য যে, ২০১৬ খ্রিঃ সনের মে মাস পর্যন্ত্ম মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সর্বমোট ৬৪,৬৯১টি রীট মামলা বিচারাধীন ছিল।

প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রীট মোকদ্দমায় সরকারের বিপড়্গে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরম্নদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) দায়ের ও আপীল মোক্দমা পরিচালনার জন্য নিয়মিত ৩৮৪ জন Advocate on Record (AOR) নিয়োগ প্রদান করা হয়।

রীট শাখা-২ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে মতামত/নির্দেশনা/করণীয় সম্পর্কীত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ১৮০টি। তন্মধ্যে এই শাখা হতে নিষ্পত্তি পত্র/নথির সংখ্যা ১১৯টি এবং মতামত প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন নথির সংখ্যা ৪৩টি ও প্রাপ্ত পত্রসমূহের মধ্যে ১৮টি পত্রের উপর অত্র শাখার কোন কিছু করনীয় না থাকার প্রেড়্গিতে কোন পদড়্গেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ফৌজদারী শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা		
		প্রাপ্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন
১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পড়্গে আপীল দায়েরের প্রস্ত্মাব	৩১টি	৩০ টি	০১টি
২	মাননীয় আপীল বিভাগে সরকার পড়্গে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড নিয়োগ	২৭টি	২৭টি	--
৩	বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত্ম	৭৬টি	৭৬ টি	
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত্ম	১১২টি	১১২টি	
৫	ডেফ রেফারেন্স মামলার জন্য ল’ইয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত্ম	৩৪টি	৩৪ টি	
৬	ডেফ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	৭৩টি	৭৩টি	

৭	ফৌজদারী আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৪৩টি	১৪৩টি	
৮	হলফনামা সম্পাদন অন্তে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২৪টি	২৪ টি	
৯	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন পাশ করা হয়েছে	৮৫৯টি	৮৫৯টি	
১০	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী চুড়ান্ত বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	২৩টি	২৩টি	
১১	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ	২৫টি	২৫ টি	
১২	স্টেট ডিফেন্স ল'ইয়ার এর চূড়ান্ত বিল পাশের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ	২৪টি	২৪টি	

এটি/এএটি শাখা ঃ

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	(২০১৫-২০১৬) এক বছরের অর্জন	
		প্রাপ্তি	নিস্পত্ত
১	আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের	৯৩টি	৯৩টি
২	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের আপাল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ	১৩৭টি	১৩৭টি
৩	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত	০৫টি	০৫টি
৪	বিবিধ বিষয়ে আইনগত মতামত সংক্রান্ত	১১টি	১১টি
৫	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুনাল ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় আইনজীবী নিয়োগ প্রদান	৫৬৯টি	৫৬৯টি
৬	আইনজীবীগণের বিল পরিশোধ	৭০২টি	৭০২ টি

দেওয়ানী শাখা ঃ-

(১)	(২)	(৩)		
ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে		
		প্রাপ্ত চিঠি	নিস্পত্তি	মন্তব্য
১	সিভিল রিভিশন এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	৩৭৪টি	৩২৭টি	৪৭টি প্রক্রিয়াধীন
২	প্রথম আপীল/প্রথম বিবিধ আপীল এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম আপীল/ প্রথম বিবিধ আপীল দায়ের	৮৭টি	৬৬টি	২১টি প্রক্রিয়াধীন
৩	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর হতে চাহিত বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান	২১টি	২১টি	
৪	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর হতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাবের সাথে কাগজপত্র অসম্পূর্ণ থাকার প্রেক্ষিতে উহা চেয়ে চিঠি প্রেরণ	১৭৩টি	১৭৩টি	
৫	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের বিবেচ্য পত্রের আলোকে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের জাবেদা নকল উত্তোলনের পর মতামত প্রদানপূর্বক এ.ও.আর নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ	৯২টি	৯২টি	
৬	নিয়োগপাপ্ত বিজ্ঞ এ.ও.আর গণের পেশকৃত অগ্রিম বিল পাশ	১৬৭টি	১৬৭টি	
৭	বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যার্টনি জেনারেল/অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল গণের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ	২১টি	১৪টি	৭টি প্রক্রিয়াধীন
৮	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের হতে বিবেচ্য পত্র প্রাপ্তির পর রিভিশন/ আপীল সরকার বিবাদী পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণ	৩১২টি	৩১২টি	
৯	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরে মামলার ফলাফল জ্ঞাত করা এবং সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মোকদ্দমায় কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রদান	২২৩টি	২২৩টি	
১০	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকার পক্ষে মামলার রুল ইস্যু হওয়ার	৩৭৪টি	৩৭৪টি	

	পর তলবানা/ডাক খরচ কোর্টে জমা প্রদান			
১১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের সরকার পক্ষো মামলা রুলজুসহ হলফনাম সম্পাদন পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে ট্রেজারী অফিস হতে কোর্ট ফি/ ষ্ট্যামপ সংগ্রহ	৬৫৭টি	৬৫৭টি	
১২	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের জাবেদা নকল উত্তোলনের জন্য দরখাস্ত	১২২টি	১২২টি	
১৩	বিবিধ নথিতে কার্যক্রম	৫৮টি	৪০টি	১৮টি প্রক্রিয়াধীন
১৪	প্রাপ্ত নকলের ভিত্তিতে পদক্ষোপ গ্রহণ	৪২টি	৪২টি	
	সর্বমোট	২৭২৩টি	২৬৩০টি	

জিপি/পিপি শাখা ঃ

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে	
		সংখ্যা	নিষপ্তি
১	ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ	১টি	১ জন
২	পিলখানায় সংঘঠিত বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যা সংক্রান্ত চলমান ডেথ রেফারেন্স ও আপীল মামলায় সরকার পক্ষো মামলা পরিচালনার জন্য (অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল) নিয়োগ	--	০১ জন
৩	পিলখানায় সংঘঠিত বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যা সংক্রান্ত চলমান ডেথ রেফারেন্স ও আপীল মামলায় সরকার পক্ষো মামলা পরিচালনার জন্য (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) নিয়োগ	--	৬ জন
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে এডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ		১জন
৫	জেলা কোর্ট সমূহে জিপি নিয়োগ		০৫ জন
৬	জেলা কোর্ট সমূহে পিপি নিয়োগ		১০জন
৭	জেলা কোর্ট সমূহে বিশেষ পিপি নিয়োগ		১৪ জন
৮	জেলা কোর্ট সমূহে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ		৭৬ জন
৯	জেলা কোর্ট সমূহে অতিরিক্ত জিপি নিয়োগ		২৪ জন
১০	জেলা কোর্ট সমহে এপিপি নিয়োগ		৩৬৫ জন
১১	জেলা কোর্ট সমূহে এজিপি নিয়োগ		৮১ জন
১২	জেলা কোর্ট সমূহে এলজিপি নিয়োগ		০৪ জন
১৩	জেলা জজ কোর্টসমূহে প্রশাসনিক প্যানেল আইনজীবি		১৩ জন
১৪	জেলা কোর্ট সমূহে জিপি পদত্যাগ	০১টি	০১জন
১৫	জেলা কোর্ট সমূহে অতিরিক্ত পিপি পদত্যাগ	০১টি	০১জন
১৬	জেলা কোর্ট সমূহে এপিপি পদত্যাগ	০৪টি	০৪ জন
১৭	জেলা কোর্ট সমূহে এপিপি পদত্যাগ	০৪টি	০৪ জন
১৮	Winrock International Bangladesh counter Trafficking-in-persons আয়োজিত খুলনা, রাজশাহী, কক্সবাজার, সিলেট ও রংপুর জেলায় অনুষ্ঠিতব্য আইন কর্মকর্তাতকগণের প্রশিক্ষাণে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে	০৫ টি	০৫টি
১৯	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষাণ ইনষ্টিটিউট আইন কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষাণ অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে	০১টি	০১টি
২০	সরকারী আইন কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনের অনুমতি	১৫টি	১৫টি
২১	বিভিন্ন জেলার আদালতসমূহে বাদীর নিজ খরচে সরকারী মামলা পরিচলনার জন্য বেসরকারী আইনজীবি নিয়োগের অনুমতি	৩৪টি	৩৪টি
২২	ঢাকা জেলার জিপি জনাব ফকীর দেলোয়ার হোসেন এর তদন্ত প্রতিবেদন	১টি	১টি
২৩	বঙ্গভবনে বিভিন্ন শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে আন্ত্রত্রন উপলক্ষো বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রীয় সংর্বধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য ১০০ জন বিশিষ্ট আইনজীবিগণের নামের তালিকা	০৫টি	০৫টি

২৪	বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/মন্ত্রণালয় হইতে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবি প্যানেল নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান	০৫টি	০৫টি
২৫	আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর জনাব মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ	০১টি	০১টি
২৬	স্টেট ডিফেন্স প্যানেল আইনজীবি নিয়োগের অনুমতি	০২টি	০২টি
২৭	মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাগণের রিটেইনার ফিসহ অন্যান্য ভাতাদি পুনঃ নির্ধারণ	০১টি	০১টি
২৮	মানিকগঞ্জ জেলার নারী ও শিশু আদালতের জনাব এ, কে, এম নুরুল হুদার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ	০১টি	০১টি
২৯	মানব পাচার সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রসঙ্গে	০১টি	০১টি
৩০	বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য ৬৪টি জেলায় ৭০টি ট্রাইব্যুনালে এপিপি নিয়োগ	০১টি	০১টি
৩১	২০১৩ সালের শিশু আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নিয়োজিত পিপি/অতিরিক্ত পিপি/এপিপিগণকে শিশু আদালতের মামলার পরিচালনার নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে	০১টি	০১টি
৩২	বিবিধ	১৮টি	১৮টি

৪.১১ ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠনঃ

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলদ্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৫ . মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার

- অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীম-কার্ট, হাই-কার্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যে ৫ (পাঁচ) টি কোম্পানীর অবলুপ্তির কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ

(১) কোম্পানী ম্যাটার নং-২৪২/২০১৩, শু-ভচ্ছা নীটওয়্যার (প্রাঃ) লিঃ।

(২) কোম্পানী ম্যাটার নং-২৭/১৯৭৮, -রাকসানা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (অবলুপ্ত)।

(৩) কোম্পানী ম্যাটার নং-৭/১৯৯২, বাংলা-দশ কনজিউমার্স সাপ্লাই কোং লিঃ (অবলুপ্ত)।

(৪) কোম্পানী ম্যাটার নং-১১২/২০০০,ইসলাম জুট মিলস লিঃ (অবলুপ্ত)।

(৫) কোম্পানী ম্যাটার নং-১১৫,১২৫/২০০৭, দি দিনকাল প্রকাশনা লিঃ (অবলুপ্ত) এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়দ্ধ অর্থের সরকারী ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট ৪৬,০১,৬৩৭,৬২ (ছেচলিস্নশ লক্ষ্য এক হাজার ছয় শত সাঁইত্রিশ টাকা বাষট্টি পয়সা) টাকা সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংক , ঢাকাতে জমা করা হইয়াছে।

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে লাননীয় সুপ্রীম-কার্ট, হাই-কার্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী যে ৩ (তিন) টি কোম্পানীর অবলুপ্তির কার্যক্রম চলমান আছে সেগুলো হলো ঃ

(১) ১০/০৩/২০১৪ ইং তারিখের আদেশ কোম্পানী ম্যাটার নং-১০২/২০০৭, সাইজাদ টেক্সটাইলস লিঃ।

(৩) ১২/০৩/২০১৫ ইং তারিখের আদেশ কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অর-নট সার্ভি-সস লিঃ।

(৪) ১১/১১/২০১৫ ইং তারিখের আদেশ কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৯/২০১৪, পুরবী ফার্মর্স লিঃ কে অবলুপ্ত ঘোষনা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করার আ-দশ প্রদান ক-রন। মাননীয় হাই-কার্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলমান আছে।

৬. নিবন্ধন পরিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

বিবর্তনের ধারায় প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে দক্ষতার সাথে নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় জমি/সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কীত রেকর্ড পত্রাদি দুই শতাধিক বৎসর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ-

সারাদেশে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সংকট অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সারাদেশে **১৬৭**টি সাব-রেজিস্ট্রারের পদ খালি/শূণ্য ছিল। ইতিমধ্যে বিভাগীয় পদোন্নতি পেয়ে ২২টি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত (নন ক্যাডার) ৪৫ টি পদ পূরণ করা হয়েছে। এছাড়া পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৯ জন্য সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছেন এবং ইতোমধ্যে প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। অতি শিঘ্রই উক্ত অবশিষ্ট **(১৬৭-{২২+৪৫+৪৯=১১৬}= ৫১)** শূণ্য পদ সমূহ দ্রুত সময়ের মধ্যে পদায়ন করে কর্মকর্তা সঙ্কট নিরসন করা হবে।

ভৌত অবকাঠামো ঃ-

(ক) **দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প ঃ-**

বার্ষিক (২০১৫-২০১৬) উন্নয়ন কর্মসূচির (এ.ডি.পি) আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ও ৮৬টি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়সহ মোট ১০০(একশ)টি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ডিপিপি মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে **একনেক** এর অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীণ আছে।

রাজস্ব আদায় ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের পরিসংখ্যানঃ-

অর্থ বৎসর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	দলিল সংখ্যা
২০১৪-২০১৫	৮৭৯২,৮০৬০,২৮২/-	১৯৬০,২৫২৩,৮১৯/-	১০৭৫৩,০৫,৮৪,১০১/-	৩৪,১৯,৫৪২
২০১৫-২০১৬	৯৪৭৯,৪১৫২,২৮৬/-	১৬৪৫,৫৪৪১,০১৫/-	১০৯২৬,৯৩,০৭,৮৬৬/-	৩২,৬৩,৪৯৫

সারাদেশে বালাম বহির সংকট নিরসন ঃ-

সারাদেশে বিপুল পরিমান দলিলের বকেয়া নকলের কাজ দ্রুত তরান্বিত করার জন্য সরকারী মুদ্রাণালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমান বালামবহির সরবরাহ ছিল না। দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া নকল হালনাগাদ করণের জন্য বিজি প্রেস (সরকারী মুদ্রাণালয়) বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণের জন্য অনাপত্তি প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণক্রমে দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া দলিল হালনাগাদকরণের নিমিত্তে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দরপত্র আহ্বায়নের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে ১লক্ষ ৯৫ হাজার এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৮৫ হাজার বালাম বহি ও অন্যান্য ফরমাদি মুদ্রণ ও বাধাইক্রমে বালাম বহি গ্রহণ করা হয় এবং সারাদেশে চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হয়। এতে দেশের জনগনকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এবং সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বকেয়া নকল কাজ তরান্বিত করণের জন্য বালাম বহির সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের **ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ-**

ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্ব আদায়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা স্বত্ত্বেও এই বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য কোন প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউটে দেশের সকল জেলার জেলা রেজিস্ট্রার এবং মাঠ পর্যায়ের সকল সাব-রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে পরবর্তীতে মেধাবী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে দেশের বাইরে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

আইনী সংস্কার ও বাস্তবায়ন ঃ-

জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের সংস্কার, সৃজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১. পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নী, বিধিমালা-২০১৫।
২. সর্বনিম্ন বাজার মূল্য বিধিমালা-২০১০ এর অধিকতর সংশোধনী

প্রতিটি রেজিস্ট্রি অফিসে সিটিজেন চার্টার ও দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প ও আনুষাঙ্গিক করাদি পরিশোধের হারের তালিকা স্থায়ীভাবে প্রকাশ্য স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- দলিলের গতানুগতিক ভাষা পরিবর্তন করে সহজতর করা হয়েছে। দলিলল লেখার ফরমেট (নির্ধারিত ফরম) চালু করা হয়েছে।
- দলিল পত্রাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- দলিল রেজিস্ট্রির ফিস, স্ট্যাম্প শুল্কসহ যাবতীয় কর ও শুল্কাদি পে-অর্ডারে পরিশোধের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- সাফ কবলা দলিল রেজিস্ট্রিতে দাতা/পূর্ববর্তীদের নামে জমির মালিকানার রেকর্ড/নামজারি ও হালসনের খাজনা পরিশোধের দাখিলা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিবন্ধন পরিদপ্তর থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

জেলা রেজিস্ট্রারগণ প্রতি ০৬মাস অন্তর অন্তর জেলার প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের পরিদর্শকগণ বিভাগ ওয়ারী নিয়মিত প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রার ও সদর সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, প্রতি মাসে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন ২/৩টি জেলা রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারদের কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-১৫৫০) পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতি বিভাগীয় নির্দেশনা অনুযায়ী মীমাংসা/গুরুতর অনিয়মের জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ঃ

কমিশনের পটভুমিঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের দায়িত্বঃ

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা। প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। যেমন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করা।

কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত্ম থাকবে; এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।

কমিশনের দায়িত্ব তথা কার্যাদি সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করতে পারবে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবে।

কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত্ম ব্যয় করতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে মাননীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সার্ভিসের প্রবেশপদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন ঃ-

(ক) সরকারের সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে।

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) সংশিস্নষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উলেস্নখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের নিয়োগের নিমিত্ত চূড়ান্ত্ম তালিকা প্রস্তুতকরতঃ উহা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কমিশন সচিবালয়ঃ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। তদানুসারে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিবালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারীকৃত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যসম্পাদন আদেশ, ২০০৪' মোতাবেক কমিশন সচিবালয় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের সরকারি নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখতে পারবে।

কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইটঃ

বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট যার ঠিকানা **www.jscbd.org.bd** খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উলেস্নখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (**www.jscbd.org.bd**) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরি ঃ

অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরি অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিটঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব-কে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশিস্নষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ-সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

১। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৫(ক) অনুসারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৮ এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ নিয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭' জারী করে। উক্ত আদেশের ২০ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রবেশ পদে বিদ্যমান শূণ্য পদের সংখ্যাসহ পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য শূণ্য পদের সংখ্যা উলেস্নখপূর্বক চাহিদাপত্র অত্র কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবে এবং উক্ত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১০০ জন উপযক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ১১৫টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করার নিমিত্তে ১০ম বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য গৃহীত প্রিলিমিনারী/ লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার বিবরণ ঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ	মোট প্রার্থী	উত্তীর্ণ/মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রার্থী
৯ম বিজেএস মৌখিক পরীক্ষা, ২০১৪	০১/১২/২০১৫ হতে ১৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ	৪১৯	১০০	১০০
১০ম বিজেএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা, ২০১৫	২০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ	৭৯২০	১২২৫	প্রক্রিয়াধীন

২। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, প্রবেশ পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্ত্মকরণ, বরখাস্ত্মকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ দ্বারা শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অত্র কমিশনের উপর ন্যস্ত্ম করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৬ এর উপবিধি (৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের প্রশিক্ষণ ও বিভাগীয় পরীক্ষা আদেশ, ২০০৮' জারী করে। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ এ বলা আছে যে, শিক্ষানবিস কাল অতিক্রান্ত্ম হওয়ার পূর্বেই শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা					উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৫	২৯/০৭/২০১৫ খ্রিঃ ও ৩০/০৭/২০১৫ খ্রিঃ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
		৯৩	৮৯	৯৪	৮৫	৭৯	৬৮	৮৮	৪৮
২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৫	২০/০৩/২০১৬খ্রিঃ ও ২১/০৩/২০১৬ খ্রিঃ	৫৯	৬২	৪৯	৮০	০৭	১৮	৪১	৫২

৩। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য বিচারপতি কামরম্নল ইসলাম সিদ্দিকী মহোদয়ের নেতৃত্বে ০৬ (ছয়) সদস্যের একটি দল গত ১৯/০৬/২০১৬খ্রিঃ হতে ২২/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখ মালয়েশিয়ায় শিড়্গা সফরে গমন করেন। তাঁরা ২০/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখ পুত্রজায়াস্থ Place of Justice এ Federal Court of Malaysia এবং Court of Appeal এর মাননীয় বিচারপতি ও কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আনুষ্ঠানিক মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। Malaysia Judicial and Legal Service Commission (JLSC) এর সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মালয়েশিয়ার সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থা এবং উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিনিধি দলকে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। অতঃপর তারা Federal Court of Malaysia এবং Court of Appeal পরিদর্শন করেন। সফরকারী দল ২১/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখ পুত্রজায়াস্থ শরীয়া কোর্টের কার্যক্রম পর্যবেড়্গাণ করেন এবং সৌজন্য সাড়্গাৎ ও মত বিনিময় পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তারা পুত্রজায়াস্থ Judicial Museum পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দল উলিস্নখিত সফরে উক্ত দেশের বিচারক নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন ও পর্যবেড়্গাণ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে কমিশনের প্রতিনিধি দলের উক্ত দেশটির বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ধারণা অত্র কমিশনের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৪। জেলা জজ ও অধস্ত্মন আদালতসমূহ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিধিমালা, ১৯৮৯ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর অসঙ্গতিসমূহ দূরীকরণার্থে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সংশোধনের প্রস্ত্মাবটি বিগত ১০/০৯/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার উপর আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অপর একটি কমিটি দ্রম্নততার সাথে কাজ করে জেলা জজ ও অধঃস্ত্মন আদালতসমূহ এবং বিচার বিভাগীয় বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজসহ জেলা জজ পদমর্যাদার অন্যান্য আদালত/ট্রাইব্যুনাল এর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। উক্ত খসড়াসমূহ জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। উক্ত নিয়োগ বিধিসমূহে প্রস্ত্মাবিত মতে সংশোধন আনয়ন করলে জজশীপ ও বিভাগীয় বিশেষ জজসহ মহানগর দায়রা জজ ও জেলা জজ পদমর্যাদার সকল আদালত/ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত্ম পরীক্ষা ও স্থায়ীকরণের বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত্ম কাজ অত্র সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে। ফলে অত্র কমিশনের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

৫। UNDP এর JSF প্রকল্পের Seed Fund-এর আওতায় BJSC পরীড়্গার Online Application Registration System কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত Software পরিচালনার নিমিত্ত ২টি উন্নতমানের সার্ভার ক্রয়ক্রমে আইন ও বিচার বিভাগের ডাটা সেন্টারে স্থাপন করা হয়েছে। আসন্ন একাদশ বিজেএস পরীড়্গার দরখাস্ত্ম Online-এ গ্রহণ সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। একই অর্থায়নে কমিশনের লাইব্রেরী Manegement-এর জন্য ইতোমধ্যে ৬টি ল্যাপটপ, ৫টি ডেস্কটপ ও ১টি উন্নতমানের প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে এবং তা লাইব্রেরীতে ব্যবহার হচ্ছে।

৬। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ভবনের ৮ম তলাস্থ ভাইভা সেন্টারটি ভাইভা কাম আরবিট্রেশন সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে ভাইভা পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। প্রতি ৩ ঘন্টার জন্য আরবিট্রেশন সেন্টারটি ৫,০০০/-টাকা ভাড়া প্রদান করা হয় এবং ভাড়ার টাকা সরকারের সংশিস্নষ্ট খাতে যথারীতি জমা প্রদান করা হচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫,৪৫,০০০/- (পাঁচ লড়্গ পঁয়তালিস্নশ হাজার) টাকা ভাড়া হিসেবে আদায় করা হয়েছে যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজিত অর্থনৈতিক কোড "২১১১ ভাড়া আবাসিক" এ জমা প্রদান করা হয়েছে।

৭। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় কমিশনের অধিকাংশ সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

৮। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে যথাসময়ে পেশ করা হয়েছে।

৮. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটঃ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ইং সনের ১৫নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকারী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত এডভোকেট এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অত্র ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেও অত্র ইনস্টিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর ও আদালত সহায়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, অত্র ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিগত অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর ও আদালত সহায়ক কর্মচারী তথা বেঞ্চ সহকারীদের জন্য সর্বমোট ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অত্র ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। গত অর্থ বছরে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকগণ, মাননীয় আইনমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় আইন সচিবসহ দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা আইনজ্ঞগণ এবং বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ অত্র ইনস্টিটিউটে প্রশিড়্গণ প্রদান করেন। নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী জজদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার লড়্গ্যে অত্র ইনস্টিটিউট গত অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে শিড়্গা সফর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী জজদের জন্য আয়োজিত ০২ (দুই) মাস মেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিড়্গণ কোর্সে প্রশিড়্গণার্থীগণকে নিয়মিত খেলাধূলার পাশাপাশি শারীরিক ভাবে সুস্থ রাখার লড়্গ্যে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত অর্থ বছরে একজন খন্ডকালীন শরীর চর্চা প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিড়্গণ সমূহের তালিকা এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হল ।

আন্তর্জাতিক মানের ক্লাসরম্নম ও হলরম্নম ঃ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ক্লাসরম্নমে ইতোমধ্যে UNDP-এর আর্থিক সহায়তায় অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস I-Board-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত I-Board টি ডিজিটাল ডিসপেস্ন বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও Power Point Presentation, চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ইনস্টিটিউটের হলরম্নমে Digital Multimedia Projector ও Screen-এর সাহায্যে যে কোন ভিডিও প্রদর্শন করা সম্ভব হচ্ছে।

DG's Award ঃ

BPATC-এর অনুসরণে Rector's Medal-এর আদলে ইনস্টিটিউটে 'DG's Award' প্রবর্তন করা হয়েছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে কোর্সের প্রথম স্থান অধিকারীকে এই Award প্রদান করা হয়।

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন ঃ

অত্র ইনস্টিটিউট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিধায় এটি সরকারের Key Point Installation (KPI) হিসাবে বিবেচিত। তদপ্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত রিসোর্স পার্সনসহ ইনস্টিটিউটে আগত প্রশিক্ষণার্থী, ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনেকাংশে নিরাপত্তা বোধ করছেন।

সাময়িকী প্রকাশ ঃ

প্রতি বছরের ন্যায় বিগত অর্থ বছরেও ইনস্টিটিউট JATI Journal, Vol. XV প্রকাশ করেছে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের গাড়ী ক্রয় ঃ

সরকারী অর্থায়নে ইনস্টিটিউটের মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য গত অর্থ বছরে একটি নতুন কার ক্রয় করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি মিনিবাস টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ

DANIDA-JATI Project-হতে প্রাপ্ত ইনস্টিটিউটের ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি মিনিবাস বর্তমানে টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

JATI ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ঃ

JATI ভবনের ১০ম-১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-২, ঢাকা হতে ১৪,৭১,৩০,০০০/- (চৌদ্দ কোটি একাত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ঃ

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহেও বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। তারই অংশ হিসাবে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বর্তমানে একটি আধুনিক ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে লাইব্রেরীর পুস্তকসমূহের ডিজিটাল ক্যাটালগিং-এর কাজ চলছে।

ইনস্টিটিউটকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতেও অত্র ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সরকার ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে অত্র ইনস্টিটিউট তার উদ্দেশ্য সাধনে নিশ্চিতভাবে সফল হবে।

৯ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাঃ-

"জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা"। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা ও দায়রা জজ-কে চেয়ারম্যান করে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন

করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য সমূহ নিম্নরূপ:

প্রবিধানমালা প্রণয়নঃ-

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫ প্রণয়ন, ২০১৬ সালে চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা প্রণয়ন, ২০১৬ সালে শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা প্রণয়নে সফল হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৬ উদযাপনঃ-

বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সারাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, "গরিব দুঃখীর বিচার পাওয়ার অধিকার, বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার"। দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ সদস্য, দেশী-বিদেশী কুটনীতিক, দাতা সংস্থার প্রধান, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, লিগ্যাল এইড মামলার ক্লায়েন্ট, বিচারক, আইনজীবী নেতৃবৃন্দ, লিগ্যাল এইড মামলার প্যানেল আইনজীবী, আইন ও মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' উপলক্ষ্যে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সচিব শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। বহুল প্রচারিত দু'টি জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গনে একটি লিগ্যাল এইড মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ২৭টি আইন ও মানবাধিকার সংগঠন অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস সম্পর্কে সকল গণমাধ্যমকে অবগত করার লক্ষ্যে ২৭ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে মাননীয় মন্ত্রী সভাপতিত্বে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমগ্র ঢাকা শহরে পোস্টার সাঁটানোর পাশাপাশি ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙ্গানো হয় এবং জনগণের মাঝে লিফলেট বিলি করা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। দু'টি টেলিভিশনে সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক টক শো আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় দিবসটি উদযাপিত হয়। জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির উদ্যোগে র‍্যালী, আলোচনা সভা, লিগ্যাল এইড মেলা, স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী, সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার, পোস্টারিং, মাইকিং, ম্যাগাজিন বা দেয়ালিকা পকাশ, শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কিছু এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার প্রশিক্ষণঃ-

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন জেলার পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের অংশগ্রহণে লিগ্যাল এইড বিষয়ক বর্তমান কার্যক্রম থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সফলতা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা এবং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে নিয়ে গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ইউএসএআইডি'র জাস্টিস ফর অল প্রোগ্রামের সহায়তায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ-

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীন ১৯টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের ১৯জন অফিস স্টাফকে নিয়ে USAID এর Justice For All (JFA) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় গত ১২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার ০১ (এক) দিন ব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ঢাকায় আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণকে লিগ্যাল এইড অফিসের দৈনন্দিন আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে কলমে পশিক্ষান প্রদান করা হয়।

ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও প্রচারঃ-

সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমে বিশেষত: ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আইন সহায়তা বিষয়ক তথ্য সম্বলিত নাটিকা বা ডকুমেন্টারি সম্প্রচারের কোন বিকল্প নেই। গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত নাটিকা বা ডকুমেন্টারি আইন সহায়তার বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এ মাধ্যমকে কাজে লাগানোর অংশ হিসেবে লিগ্যাল এইডের পরিচিতি ও জনসচেতনতামূলক তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। ডকুমেন্টারিটি দেশের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে।

সরকারি আইন সহায়তা তহবিল শতভাগ ব্যয়ঃ-

বর্তমান সরকারের বিগত ৭ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যয় অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বে সরকারি আইন সহায়তা তহবিলের ব্যয় ১০ শতাংশেরও কম ছিল, যা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৮৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ৯৮ শতাংশ এবং সর্বশেষ ২০১২ এবং ২০১৩ সালে এ তহবিলের ব্যয় শতভাগে উন্নীত হয়েছে। চলমান এই অগ্রগতি বিগত বছর সমূহের ন্যায় গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে।

<u>জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগঃ</u>

লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য সৃষ্ট ১৯২টি পদের মধ্যে এ অর্থ বছরে ৫টি সহ ২৪ টি জেলায় ২৪ জন সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পদে পদায়ন করে। জেলাগুলো হলো- ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, ঝিনাইদহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম কুমিলস্না, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, সিলেট ও সুনামগঞ্জ। এসব জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ গরিব ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ এডিআর বা মিমাংসার মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করছেন।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন প্রসঙ্গেঃ-

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো কার্যকর ও গণমুখী করার লড়্গে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন করা জরম্নরী হয়ে পড়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৩০ জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে ডিজিটাল অগ্রযাত্রা" শীর্ষক সেমিনার প্রসঙ্গেঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পের অধীন **"সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের সাফল্য ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল জেলা লিগ্যাল এইড অফিস"** শীর্ষক জনসচেতনতামূলক সেমিনার ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF) এর সহায়তায় প্রশিক্ষণঃ-

UNDP'র Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF) এর সহায়তায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "Ensuring Legal Aid Services for the Peoples of three Hill Districts" প্রকল্প পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি উদ্বোধন ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এবং ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে উক্ত জেলার বিচারকগণ, লিগ্যাল এইড অফিসারগণ, প্যানেল আইনজীবীগণ এবং প্রকল্প সমন্বয়ের একটি প্রশিক্ষণ, ০৩/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আইনজীবী সমিতির সাথে **প্রকল্পের মাধ্যমে** তিন পার্বত্য জেলার দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার বিদ্যমান অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা এবং সেগুলো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্থার পরিচালক মহোদয়সহ উপ-পরিচালক (প্রশাসন), সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল হেল্প লাইন কল সেন্টারের উদ্বোধন ঃ

২৮ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যাশনাল হেল্প লাইন কল সেন্টারের (কল সেন্টারের নম্বর ১৬৪৩০) উদ্বোধন করেছেন। যার মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে কেউ বিনামূল্যে কল করে আইনগত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারি আইনি সেবা বিস্তৃত হবে।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধনঃ-

বিগত ০৮/০৯/২০১৫ খিঃ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ কুমার সিন্‌হা সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গনে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করেন যা উচ্চ আদালতে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কার্যকর সরকারি আইনি সহায়তা নিশ্চিতকল্পে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রামস্থ শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনঃ-

সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের মজুরী, নিরাপত্তা ও চাকুরীর অধিকার সংক্রান্ত বিরোধগুলো নিস্পন্ন করতে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতসমূহে বিগত ১৮/১০/২০১৫ ইং তারিখে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আনুসঙ্গিক প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণঃ-

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণার জন্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৬৪টি জেলা কমিটির নিকট ৩৫০০০ পোস্টার, ৬৫০০০ লিফলেট, ২৫০০০ স্টিকার, ২০০০০ ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ২০০০০ আবেদন ফরম বিতরণ করা হয়েছে।

লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ঃ-

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ২,৩৭,০৪,৬৫৩/- টাকা এবং সুপ্রীম কোর্টে আইন সহায়তা বাবদ ৯,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরে সংস্থার সেবামূলক কর্মকান্ডের তথ্য ও পরিসংখ্যান

➢ আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা

অর্থ বছর	আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা			
	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
২০১৫-২০১৬	১৮৭৫২	১৫১৫২	৬০	৩৩৯৬৪

➢ নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

অর্থ বছর	দেওয়ানী	ফৌজদারী	মোট
২০১৫-২০১৬	৩৩৮২	৭০৯৫	১০৪৭৭

➢ সুপ্রীম কোর্টে নিস্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার পরিসংখ্যান

সময়কাল	নিস্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার পরিমান
২০১৫-২০১৬	২৪৪ টি

➢ হটলাইনের মাধ্যমে আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণের পরিসংখ্যান

সময়কাল	আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা		
২০১৫-২০১৬	নারী	পুরুষ	মোট
	২৯৩১	১৬৯৭	৪৬২৮

➢ শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে আইনি সেবা গ্রহীতার পরিসংখ্যান

	আইনি সেবার ধরণ	সেবা গ্রহীতার সংখ্যা

সময়কাল		নারী	পুরুষ	মোট
২০১৫ - ২০১৬	মৌখিক পরামর্শ প্রদান	৩১	১৫৯	১৯০
	অনুযোগপত্র/নোটিশ ইস্যু	২৪	১৭৫	১৯৯
	হটলাইনের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান	১৯৫	৭৫৬	৯৫১
	শ্রম আদালতে মামলা দায়ের	২	১৪	১৬
	মোট	২৫২	১১০৪	১৩৫৬

➢ **জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত পরামর্শ গ্রহীতার পরিসংখ্যান**

সাল	পরামর্শ গ্রহীতার সংখ্যা			পরামর্শের বিষয়বস্তু
	নারী	পুরুষ	মোট	মোহরানা-খোরপোষ, নাবালকের অভিভাবকত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, অপহরণ, ধর্ষন, ভূমি বিরোধ, দলিল জালিয়াতি, ভুল রেকর্ড সংশোধন
২০১৫ - ২০১৬ অর্থ	**২২৯৬**	**১৩৭৩**	**৩৬৬৯**	

আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধি ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে এর আওতায় পরিচালিত মিমাংসা/মধ্যস্থতার পরিসংখ্যান*

সাল	প্রাপ্ত বিরোধের সংখ্যা **(প্রি-কেইস)**	প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা **(পোস্ট কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা **(প্রি-কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা **(পোস্ট কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা		এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ	
					প্রি-কেইস	**পোস্ট কেইস**	**প্রি-কেইস**	**পোস্ট কেইস**
২০১৫ (জুলাই-ডিসেম্বর)	১২২৮	৩৯৩	৮৯৮	৩২১	৫৫৪	২৪৬	৭০,৯৭,৩০০/- (সত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত টাকা)	৬৬,৪১,৮০০/- (ছিষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশত টাকা)
							সর্বমোট= ১,৩৭,৩৯,১০০/-	

হেল্পলাইনেরমাধ্যমে আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণের পরিসংখ্যান

সময়কাল	আইনগত তথ্য সেবাগ্রহণকারীরসংখ্যা		
	নারী	পুরুষ	মোট
২০১৫-২০১৬	৭২০	১৮৬০	২৫৮০

১০. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের

সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাননীয় সদস্য এ,কে,এম, জহির আহমেদ স্বাস্থ্যগত কারণে ২৯/০৮/২০১২ ইং তারিখে পদত্যাগ করলে উক্ত তারিখেই বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৫/০৩/২০১২ ইং তারিখে বিচারপতি আনোয়ারুল হককে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর অপর দুইজন সদস্য হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও জেলা জজ মোঃ শাহিনুর ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতঃপর মাননীয় সদস্য মোঃ শাহিনুর ইসলাম ৩১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পূণরায় তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ নামে দুটি ট্রাইবুনালে পৃথক পৃথক Rules of Procedure এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগতকারন উলেস্নখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক পদত্যাগ করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং একই তারিখে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্মরত থাকেন। অতঃপর বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর গত ৩১/১২/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। গত ২৪/০২/২০১৪ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম কে নিয়োগ প্রদান করা হয় ।

বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক এবং অপর দুইজন সদস্য হিসেবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: সোহরাওয়ারদী মহোদয়ের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পূনর্গঠণ করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তরঃ

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, দুইজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং তিনজন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত। জেলা জজ জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক ২২/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১ হিসাবে যুগ্ম জেলা জজ জনাব কেশব রায় চৌধুরী কর্মরত রয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-২ এর পদটি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। তিনটি সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তা পদের বিপরীতে দুইজন সিনিয়র সহকারী জজ যথাক্রমে জনাব মো: ফাহিম ফয়সাল এবং জনাব মো: পারভেজ আহমেদ কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার একটি পদ শূন্য রয়েছে।

সহায়ক কর্মচারীঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়ায় ইতোমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রসিকিউশনঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ২৪ জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৪ জন এটর্নী জেনারেল, ১২ জন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল, ০১ জন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এবং ০৭ জন সহকারী এটর্নী জেনারেল সমমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থাঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার দুইজন পুলিশ মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন, একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আটজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং আটজন পুলিশ পরিদর্শকের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

অবকাঠামো ও নিরাপত্তাঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে ট্রাইব্যুনাল চত্বরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি বিদ্যমান। পুলিশ সদস্যগণের সার্বক্ষণিক অবস্থান এবং অস্ত্রসমূহ সংরক্ষণের জন্য রয়েছে পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে রয়েছে দুটি গেট । পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট। এছাড়াও ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকক্ষ (মাননিয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়সমূহের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত আপিল মামলাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে ০৩ (তিন) টি মামলা চূড়ান্তরূপে নিস্পন্ন হয়েছে। **আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১১, চীফ প্রসিকিউটর বনাম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী** মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায় (মৃত্যুদন্ড) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত **ক্রিমিনাল আপিল নং- ১২২/২০১৩** মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী **সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কে** ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রাখেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক **আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ** মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী **আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ** কে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত **ক্রিমিনাল আপিল নং- ১০৩/২০১৩** মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী **আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কে** ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রেখেখেছেন। **উভয় আসামীর দায়েরকৃত** ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ায় গত ২১/১১/২০১৫ ইং তারিখে আসামী **আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী** এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। **আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১১, চীফ প্রসিকিউটর বনাম মতিউর রহমান নিজামী** মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত **মৃত্যুদন্ড** এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত **ক্রিমিনাল আপিল নং- ১৪৩/২০১৪** মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী **মতিউর রহমান নিজামী কে** ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রাখায় এবং **আসামীর দায়েরকৃত** ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ায় গত ১১/০৫/২০১৬ ইং তারিখে দন্ডিত আসামী **মতিউর রহমান নিজামী** এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। ।

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচারকার্যক্রম শুরু হয়ে ট্রাইব্যুনালদ্বয় কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ ইং অর্থবছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে (ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক ০৪ টি ও ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক ০১ টি) সর্বমোট ০৫ **(পাঁচ)** টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু ট্রাইব্যুনাল-১ সচল রয়েছে।

বর্তমানে সর্বমোট ১১ (এগার) টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান আছে। কোন মামলা CAV তথা রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন নেই।

অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উন্নয়ন:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে একশত (১০০) টি আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষণ করা যায়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। ট্রাইব্যনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে দুটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা দূরনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল বারগেট দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে। মূল গেটে একটি এবং মূল ভবনের প্রবেশমুখে একটিসহ মোট চারটি অত্যাধুনিক আর্চওয়ে গেট স্থাপিত হয়েছে। পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাসকক্ষ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যাতিত) এবং পুরো ট্রাইব্যুনাল চত্বর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারীর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত:

চলমান বিচারকার্যক্রমকে আরো গতিশীল,সময়োপযোগী এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০' এবং 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২' এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

১১. অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ঃ

বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যাক মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনগত মতামত এবং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরির প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকে। তন্মধ্যে বিডিআর হত্যাকান্ড মামলা (চলমান), বিচারপতিদের অপসারন বিষয়ক ষোড়শ সংশোধনী মামলা (চলমান), সুচিত্রা সেন এর পাবনাস্থ বাড়ী উদ্ধার মামলা, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা, কামরুজ্জামান মোল্লা, আলী আহসান মুজাহিদ, সাকা চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মতিউর রহমান নিজামী, মীর কাশেম আলীর মামলা, মাহমুদুর রহমান এর উত্তরা ষড়যন্ত্র মামলা, আন্তর্জাতিক সোনা চোরা-চালান, মাদক ও ইয়াবা মামলা, লেগুনা মাছ চাষ নিষিদ্ধকরণ মামলা, লালবাগের সেভেন মার্ডার মামলার রায়, ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ মামলার রায়, বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময় বিপুল অংকের টাকা বিদেশে পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে উক্ত টাকার কিছুটাংশ ফেরৎ আনতে সক্ষম হওয়া তারেক জিয়া ও গিয়াসউদ্দিন আল-মামুনের মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত মামলা, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স সংক্রান্ত মামলা, গাজীপুরের শ্রমিক নেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার হত্যা মামলা, কোমলমতি শিশুদের ভারী স্কুল ব্যাগ বহন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত মামলা, গাজীপুর কোর্টে জঙ্গী হামলা সংক্রান্ত হত্যা মামলা এবং সর্বশেষ মওদুদ আহমেদ কর্তৃক ভুয়া ও জাল দলিল সৃজন পূবর্ক গুলশানের বাড়ী উদ্ধার সংক্রান্ত মামলা ও মানব পাচার সিরিজ কেস উল্লেখযোগ্য।